দীনবন্ধু মিত্র (নাট্যকার)

শেক্সপীয়র তাঁর পূর্বতন নাট্যকার C মারলোর বহু নাটক হতে উপাদান সংগ্রহ করে এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারে পরিনত হয়েছিলেন। দীনবন্ধুও তেমনি মধুসূদনের নানা নাট্য উপাদান গ্রহন করে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলা দেশে সাহিত্যের মাধ্যমে যাঁরা হাস্যরসধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র অন্যতম। এপ্রসঙ্গে তিনি শেক্সপীয়রের প্রথম যুগীয় নাটক — 'Merry Wives of Windsor' 'Comedy of Errors' দ্বারা অনুপ্রানিত। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন-

> 'আমাদের অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত জীবনে যেখানে যতটুকু হাস্যরসের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই তাহার সুক্ষ্মদৃষ্টিতে ধৃত হইয়া নাটকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।'

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে ব্যঙ্গ আছে, আঘাত আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও আঘাতের নির্মমতা সর্বস্থলেই সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে।

নাট্যকারের নাটকগুলি হল:-

১) নীলদর্পন (1860)
২) নবীন তপস্বিনী (1863)
৩) লীলাবতী (1867)
৪) কমলে কামিনী (1873)

প্রহসন - ১) সধবার একাদশী (1866)
২) বিয়ে পাগলা বুড়ো (1866)
৩) জামাই বারিক (1872)

গদ্য স্কেচ - ১) যমালয়ে জীবন্ত মানুষ
২) পোড়া মহেশ্বর।

রসসৃষ্টির কথাকে সর্বাগ্রে রেখে নয়, একটি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রনিত হয়ে দীনবন্ধু 'নীলদর্পন' নাটকটি রচনা করেন। বঙ্কিমসখা দীনবন্ধুর দৃষ্টিপটে ছিল বঙ্কিমের মতই আধারন মানুষের দুঃখ দুর্দশা। তাকে তার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুত্রে তাকে যশোহর, খুলনা, নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমন করতে হয়েছে। সেজন্য প্রজাসাধারনের উপর নীলকরদের অত্যাচারের ফল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। প্রথম সংস্করনের 'নীলদর্পনে' নাট্যকার তাঁর নিজের নাম প্রকাশ করেননি। কেবল লেখা ছিল- 'নীলকর বিষধর - দংশন কাতর - প্রজা নিকর - ক্ষেমং করেন - কেনচিৎ - পথিকেনাভি - প্রনীতম।' এখন প্রশ্ন এই উদ্দেশ্য মূলক রচনার সাহিত্য মূল্য কতটা? বাংলার নবীন লেখকদের উপদেশ প্রদানকল্পে বঙ্কিম নিজে বলেছিলেন - যদি বুঝে থাক লিখা দেশের হিতসাধন করবে অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি করবে তাহলে লেখ। 'নীলদর্পন' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে সমাজসংস্কার নাটকের উদ্দেশ্য হলেও -

> 'কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারন এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

'নীলদর্পন' করুন পরিনামি নাটক। বিয়োগান্ত নাটককে সাধারনভাবে ট্র্যাজেডি বলে। বিয়োগান্ত নাটক মাত্র সার্থক ট্র্যাজেডি হবে এমন কথা নেই। অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থানুসারে ট্র্যাজেডির স্বরূপ হবে ঘটনা-ক্রিয়ার অনুকৃতি (Imitation of an action)। ট্র্যাজেডির নায়ক হবে অবশ্যই উচ্চবংশদ্ভূত। সাধারন মানুষের থেকে তার অধিক গুনাবলী থাকবে। তিনি যেমন অবিমিশ্র ভালো লোক হবেন না তেমনি অবিমিশ্র মন্দলোকও হবেন না। প্রতিকুল পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম হবে আপোশহীন। তার পতন ঘটবে তার Error of Judgement এর জন্য। পরবর্তীতে শেক্সপীয়র ট্র্যাজেডির সঙ্গে আরো নতুনত্ব যোগ করেছিলেন ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের মধ্যে থাকে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা/বীজ- character is destiny. কোন সন্দেহ নেই নবীন মাধব নাটকের নায়ক। কিন্তু ট্র্যাজেডি নায়ক হিসাবে তার মধ্যে কোন Inner Conflict নেই। তার কোন বিচার বিচার বিভ্রমের জন্য 'নেমেসিস' ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ধ্বংস করেছে তাও বলা যাবে না। ট্র্যাজেডির রস হল Pity ও Fear. নবীন মাধবের জীবনের করুন পরিনতির জন্য তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মে কিন্তু তিনি কোন বিশ্ব বিধান লঙ্ঘন করেননি যে তার প্রতি আমাদের Fear এর উদ্রেগ হবে। তাই তিনি যথার্থ ট্র্যাজেডি নায়ক হয়ে উঠতে পারেননি। বাস্তবিক ট্র্যাজেডি নাটক লেখার উদ্দেশ্যে নাট্যকার লেখনী ধরেননি। বাস্তব পরিস্থিতির ভয়াবহতা উদ্ঘাটনই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। সে ব্যাপারে তিনি সফল। স্টো প্রনীত 'অ্যাঙ্কল টমস কেবিন' ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' যেমন পাপ প্রতিরোধক সাহিত্য 'নীলদর্পন' ঠিক সেই গোত্রের সাহিত্য।

দীনবন্ধুর রোমান্স নাটক 'নবীন তপস্বিনী'। এটি নাটক হিসাবে তেমন সার্থকতা পায়নি। রোমান্টিক এ নাটকে নাট্যকার পার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেননি। রমনীমোহন, বিজয় চরিত্র গঠনে ও সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ। 'লীলাবতী' নাটকে নাগরিক জীবনের জটিলতা ও দ্বন্দ্বময় কাহিনী বর্নিত। নাটকের নায়ক ললিত ও নায়িকা লীলাবতীর প্রনয় ও বিবাহ এ নাটকের উপজীব্য বিষয়। পাশাপাশি কতগুলি রংদার চরিত্র (নদের চাঁদ কৌতুক) নাটককে প্রানবন্ত করে তুলেছে। দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'কমলে কামিনী'। ঐতিহাসিক পরিবেশে, কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয়ে এ নাটকের কাহিনী বর্নিত। অবশ্য অনেক স্থানে তরল হাস্যরস নাটকের গুরুত্ব হ্রাস করেছে।

প্রহসন রচনায় নাট্যকার দীনবন্ধু পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কাহিনী অংশে ব্যঙ্গ অপেক্ষা ব্যক্তিচরিত্রের দুর্বলতার প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবর্ষিত হয়েছে। 'সধবার একাদশী' নাটকে যে যুগের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবকদের পানাসক্তির লাম্পট্য ও পরস্ত্রী হরনের মত ভ্রষ্টচিত্র বর্নিত হয়েছে। ধনীর আদুরে দুলাল কিভাবে পাপের সিঁড়ি বেয়ে নিজেকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেছে তা এখানে সুস্পষ্ট ভাবে বর্নিত। 'জামাই বারিক' প্রহসনে ঘর জামাই প্রথাকে ব্যঙ্গবানের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছেন। অভয়া ও কামিনীর প্রনয় প্রসঙ্গে রোমান্টিকতা ও ব্যঙ্গরসের মিশ্রনে প্রহসনটিতে স্বাতন্ত্র্য এসেছে। নাট্যকার দীনবন্ধুর সাহিত্য প্রতিভা কেবল নাট্যজগতে সীমাবদ্ধ নয়। 'সুরধুনী' ও 'দ্বাদশ কবিতা' নামক দুটি কাব্য তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু কাব্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর আসক্তি খুবই কম। তাই কাব্যদ্বয়ের তেমন বিস্তৃতি নেই।

দীনবন্ধুর নাট্যসৃষ্টি অবিকল শেক্সপীয়রের মতো - অবশ্য সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে। ম্যাথু আরনল্ড কীটসের কবিদৃষ্টি প্রসঙ্গে, বলেছিলেন 'He is with Shakespeare'. ঠিক একইভাবে দীনবন্ধু সম্পর্কে আমরা বলতে পারি 'He is with Shakespeare'. শুধু শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক বোধ তাঁর ছিল না। জীবনরঙ্গমঞ্চের পর্দা তুলে দেখবার ইচ্ছাও তাঁর হয়নি। যাহোক বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্রমবিকাশে তাঁর নাটকগুলির মূল্য কম নয়। গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে বলেছেন -

> 'বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।'

দীনবন্ধুর নাটকে সামাজিক অবক্ষয়, অসঙ্গতি, অনাচার, বিভেদময় সমাজ চিত্র এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যেকোন দিক আলোচনায় তাকে স্মরণ না করে আমরা পারি না।